গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারক নং- স্বাঃঅধিঃ/হাসঃ/বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি/২০১৯/৫৮/ তারিখ- /০৯/২০১৯ইং।

বরাবর,

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ-অতিরিক্ত সচিব, জনস্বাস্থ্য)।

বিষয়ঃ- বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) ও Plasma Collection Centre স্থাপনের প্রস্তাবনা প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্রঃ ৫৬.০২.০০০০.০০৬.১০.১৯২.১৮(অংশ-২)-২৯৯, তারিখ-২৭/০৮/২০১৯ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সুত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) ও Plasma Collection Centre স্থাপনের প্রস্তাবটির আলোকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যায়।

১। বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মত একটি যৌথ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ORYX Bio-Tech Limited কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানের প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) এবং প্লাজমা কালেকশন সেন্টারগুলি স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে জীবন রক্ষাকারী রক্তজাত সামগ্রী বা Plasma Derivatives যথা এলবিউমিন (Albumin), ইমউনোগ্লোবিউলিন (Immunoglobulin), কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর (Coagulation Factor) তৈরি, সংরক্ষণ ও সরবরাহ/ বিতরনের প্রস্তাবটি বাংলাদেশের রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা তথা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২। বাংলাদেশে এই ধরণের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বিশ্ব মানের প্রযুক্তি নির্ভর প্ল্যানটি (Plasma Fractionation Plant) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

৩। বর্তমানে এ সকল জীবন রক্ষাকারী রক্তজাত সামগ্রী - Plasma Derivatives প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বাংলাদেশে আনা হয় যা চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

৪। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৬৩ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিটি মেম্বর স্টেট (Member State) কে রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্লাজমা অপচয় রোধ করে Plasma Derivatives প্রস্তুত করে Haemophilia, Primary immunodeficiencies, Von Willebrand disease, Guillain Barre Syndrome, Immune thrombocytopenic purpura (ITP) পোড়া রোগীর চিকিৎস ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা প্রদানের তাগিদ করেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয় যে, উন্নয়নশীল দেশে কেবলমাত্র যথোপযুক্ত প্রযুক্তি, Good Manufacturing Practice ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকার কারণে বিপুল পরিমানে মূল্যবান প্লাজমা অপচয় হয় যা চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য বিপর্যয়ের সমতুল্য।

৫। রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এবং দেশের রক্তের চাহিদা মেটানো ও রক্তের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত ও মূল্যমান প্লাজমা অপচয় রোধে আমাদের দেশে Plasma Fractionation plant কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া বর্তমানে ডেঙ্গু রোগের এলবিউমিন (Albumin) এর চাহিদা ও সরবরাহ মেটানোর জন্য Plasma Fractionation Plant এর প্রয়োজনীয়তা আছে (National Dengue Guideline 2018 4th Edition DGHS).

৬। এ প্ল্যানটিতে উৎপাদিত জীবন রক্ষাকারী রক্তজাত সামগ্রী বা Plasma Derivatives (প্লাজমা ডেরিবেটিভস) এক দিকে যেমন দেশের চাহিদা অনুযায়ী স্বল্প মূল্যে বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব হবে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন এ প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্ল্যানটি (Plasma Fractionation Plant) এবং প্লাজমা কালেকশন সেন্টারগুলি দেশের নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থার আধুনিকায়নসহ স্বেচ্ছায় রক্তদানকে তরান্বিত করবে এবং বাংলাদেশে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োজনীয় ঘাটতি পূরণে সমর্থ হবে।

৭। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের Gazette (pages 748-754), Published on 28 November 2013 "ন্যাশনাল ব্লাড পলিসিচ এর ধারা-৭.১৯ এ বলা হয় যে "রক্ত পরিসঞ্চালন সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন- রিএজেন্টস,কীটস্, ইষড়ড়ফ ব্যাগ, অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি তৈরীর ফ্যাক্টরী এবং প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) স্থাপনের বিষয়ে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ উদ্দোগকে ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন সার্ভিস উৎসাহিত করবে।

৮। ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি এর ধারা-৭.২০ উল্লেখ করা হয় "দেশের রক্তের উপাদান এবং রক্তজাত সামগ্রীর চাহিদা পূরণ ও ইমউনোগ্লোবিউলিন, ভ্যাক্সিন ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। রক্তের উপাদান ও রক্তজাত সামগ্রী প্রস্তুত, ব্যবহার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল (Quality Control) ও কনট্র্যাক্ট ফ্রাক্রোনেশন (Contract Fractionation) সহ Bonemarrow Transplantation (BMT), Stem Cell, Cord Blood Transplatation, Apheresis- এর মাধ্যমে চিকিৎসা কার্যক্রমসহ এ বিষয়ে গবেষণার ব্যাপারে ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন সার্ভিস ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

৯। "ন্যাশনাল ব্লাড পলিসিচ এর ধারা-২.৫ বলা হয় যে রক্তের উপাদান (Blood & Blood Component) এবং Plasma Product কেবলমাত্র রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী জীবন রক্ষার্থে ব্যবহার করতে হবে।

১০। বাংলাদেশ সরকার নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন বিধি এসআরও নং-১৪৫-আইন/২০০৮ এর ৪৮ '' রক্তজাত সামগ্রী'' (Plasma Derivatives) অর্থাৎ রক্তরস (প্লাজমা) হইতে পৃথকীকরনের (Fractionation) মাধ্যমে এলবিউমিন (Albumin), ইমউনোগ্লোবিউলিন (Immunoglobulin), ক্রাইওপ্রেসিপিটেট (Croyoprecipitate), ফ্যাক্টর- ১,২,৫,৭,৮,৯,১০ (Factor-I,II,V,VII,VIII, IX, X), উল্লেখ রয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ প্রস্তাবনা রেখে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানের প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) ও প্রয়োজনীয় প্লাজমা কালেকশন সেন্টার স্থাপনের প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১. প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন পদ্ধতিতে রক্তজাত সামগ্রী (Plasma Derivatives) তৈরী সংরক্ষণ সরবরাহ ও বিতরনের নিমিত্তে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে রক্তজাত সামগ্রী (Plasma Derivatives) গুণাগুণ, ব্যবহারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা (World Health Organization) কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা কিংবা গাইড লাইন - কে অনুসরণ করতে হবে।

২. রক্তজাত সামগ্রী (Plasma Derivatives) উৎপাদনের জন্য প্লাজমা সংগ্রহ করার নিমিত্তে ডোনার সিলেকশনের জন্য ব্লাড ব্যাংকের প্রচলিত (এসআরও নং-১৪৫-আইন/২০০৮) নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে ।

৩. রক্তজাত সামগ্রী (Plasma Derivatives) তৈরির জন্য Plasma Fractionation plant এর জন্য বিভিন্ন প্লাজমা কালেকশন সেন্টার সমূহ বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা (World Health Organization) কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা কিংবা গাইড লাইন এর আওতায় পরিচালিত করতে হবে।

৪. প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) এর বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে প্লাজমা সংগ্রহের জন্য দেশের সরকারি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র অথবা অনুমোদিত বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক হতে চষধংসধ সংগ্রহ করতে পারবে। তবে সংগ্রহকারী কেন্দ্র সমূহকে ডোনার হতে প্লাজমা কালেকশনের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৫. এ সকল প্লাজমা কালেকশন সেন্টারে ডোনেশন কিংবা এ্যাফারেসিস পদ্ধতির মাধ্যমে প্লাজমা সংগ্রহ করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, কেন্দ্র সমূহে ডোনারদের শাররিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, যন্ত্রপাতি, অক্সিজেনসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসক এবং সেবা প্রদানকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সংগৃহীত প্লাজমা সংরক্ষণ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও Cold Chain অনুসরণ করতে হবে।

৬. রক্তজাত সামগ্রী (Plasma Derivatives) প্রস্তুতের জন্য প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) এর উৎপাদন এলাকায় বিশেষভাবে নির্মিত জোন বা অঞ্চল এর মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়া করন, জীবাণুমুক্ত করন এবং বর্জ্য অপসারণ সমূহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী প্রস্তুত করতে হবে। প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) ব্লাড ব্যাংক বা রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র হতে পৃথক প্রাঙ্গনে উৎপাদন করতে হবে।

৭. প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) এর মাধ্যমে রক্তজাত সামগ্রী (Plasma Derivatives) উৎপাদন প্রক্রিয়াকালে উৎপন্ন বর্জ্য আবর্জনা এবং সংক্রমিত উপাদানসমূহ এর অপসারন দেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী হতে হবে।

৮. প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) এইচআইভি-১ (HIV-1) এবং এইচআইভি-২ (HIV-2), হেপাটাইটিস-বি (HBV) এবং হেপাটাইটিস-সি (HCV), ম্যালেরিয়া (Malaria) ও সিফিলিসের (Syphilis) জীবানুর নিষ্ক্রিয়করণ (Inactivation)এর জন্য কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ হতে হবে।

৯. প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) এ কর্মরত সকল ডাক্তার ও কর্মচারীদের জন্য হেপাটাইটিস-বি ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির ভ্যাক্সিন প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ্যাকসিডেন্টাল এক্সপোজারের (Accidental Exposure) ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ টীম এ নীতিমালা শর্তসমূহ সময় সময় পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন পেশ করবেন।

এমতাবস্থায়, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্লাজমা ফ্রাকশোন্যাশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) ও Plasma Collection Centre স্থাপনের প্রস্তাবনাটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

এতে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন রয়েছে।

(ডাঃ মোঃ আমিনুল হাসান)
পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
ফোন নং-৫৫০৬৭১৫০ ফ্যাক্স-৫৫০৬৭১৫১
Email:directorhospital@ld.dghs.gov.bd

স্মারক নং- স্বাঃঅধিঃ/হাসঃ/বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি/২০১৯/৫৮/ ৬২৬৫/১(৫) তারিখ-১৬/০৯/২০১৯ইং।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।(দৃঃআঃ সহকারী পরিচালক, সমন্বয়)।
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক(সচিব), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অফিস নথি।

(ডাঃ মোঃ আমিনুল হাসান)
পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
ফোন নং-৫৫০৬৭১৫০ ফ্যাক্স-৫৫০৬৭১৫১
Email:directorhospital@ld.dghs.gov.bd